প্রকাশক

প্রশান্ত ভট্টাচার্য

সারস্বত লাইব্রেরী

২০৬ বিধান সরণী

কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ

মাঘ ১৩৬৭

প্রচ্ছদ-চিত্র

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

মুদ্রাকর

সারস্বত প্রেস

বিভাস ভট্টাচার্য

২০৬ বিধান সরণী

কলিকাতা ৬

ডাঃ পূর্ণেন্দু ঘোষ-কে
যে প্রতি লাইনে আপত্তি
তুলবে ।

[পাহাড়ের ধাবে বাংলো। জানলা দরজা খোলা। বিকেল হয়ে এসেছে। বহুদূরে মাদলের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। নিকটে পাহাড়ী নদী। শীতকাল এসে গেল প্রায়। তাই নদীর আওয়াজও মধুর। বাজনার মতো।

পর্দা উঠলে দেখা যাবে বাংলোর ঘরে দুটো ডেকচেয়ার। মাঝখানে একটা ছোট টিপয়। কোণের দিকে লোহার খাটিয়া। বিছানা পাতা। হোল্ড আর সুটকেশ জড়ো করা। 'এতোয়ারী, এতোয়ারী' বলে ডাকতে ডাকতে ঘরের ভিতর এল একটা মেয়ে। কলকাতার মেয়ে। উচ্চবিত্ত উগ্র আধুনিকা নয়। বয়স আর কিছুদিন পরে যেন ত্রিশের ওদিকে ঢলে পড়বে। মেয়েটি ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। একটু যেন নিশ্চিন্ত হল।]

মেয়েটি : আজ এতোয়ার, এতোয়ারী বিবি বাজারে গেলেন।
—তাই তো! এতোয়ার, মানে রোববার আজ।
মাস বার ওরা ঠিক কি করে এখানে করে?
বাবাঃ, এ তো চাঁদের চেয়েও ঢের বেশি রিমোট··· সু···
সুখন কোথায় গেলি?
কার সঙ্গে কথা বলছি? সুখনও তো নেই।
[চমকে উঠে] কে? কে? কে ওখানে কে?

[মেয়েটি এতক্ষণ সুখন আছে মনে করে বকছিল আর জিনিষ পত্র এদিক ওদিক করছিল। শেষ কথাগুলো বলার সময় সে দাঁড়িয়ে ছিল জানলার

কাছে। হঠাৎ চমকে উঠলো। বারান্দা থেকে ঘুরে এল। বাড়ীর দিকে তাকালো। বিকেলের আলো জঙ্গলের মাথায়। ট্রানজিসটার রেডিও খুললো। ব্যাটারী প্রায় ফুরিয়ে এলে যেমন ঘড় ঘড় আওয়াজ হয় তেমন শব্দ হতে থাকলো। বন্ধ করল রেডিও। কি আর করবে ঠিক করতে না পেরে মেয়েটি দরজার পাল্লা ধরে গান গাইলো :

মোর ডানা নাই
আছি এক ঠাঁই
সে কথা যে যাই পাশরি।

একটা ছেলে, প্রায় চুপিচুপি, বাইরে থেকে এসে মেয়েটির হাত চেপে ধরলো। মেয়েটি আর্তনাদ করতে যাবে, শব্দও করলো, পরে নিজেকে সংযত করে হেসে বললে]

মেয়েটি : অসীম তুমি। উঃ! কী ভয় করছিল
আর একটু হলেই—

অসীম : [হেসে উঠলো] কী ভীতু! কী ভীতু!
নন্দিতা কী মারাত্মক ভীতু!
কী মারাত্মক ভীতু তুমি!

[মেয়েটির নাম নন্দিতা। সে সত্যিই লজ্জা পেয়েছে। নন্দিতাকে আরও লজ্জা দিতে মজা পাচ্ছে অসীম। কলকাতার উঁচু মধ্যবিত্ত ঘরের চালাক চতুর ছেলে। বয়সে প্রায় নন্দিতার সমবয়সী হবে।]

অসীম : শহরের জীব, একে বলে শহরের জীব!
প্রকৃতি বিলাস দু'দিনেই ঘুচে যাবে
বাপু, এতো শান্তিনিকেতনী রাবীন্দ্রিক শাল নয়
এ হল নিরেট বন, খোদ সারাণ্ডার বন

নন্দিতা : থাক্ থাক্ বাহাদুরি অনেক হয়েছে!

অসীম : কুমড়ির বাংলো এই, জানো—

নন্দিতা : এ বাংলোর সন্ধান কি করে তুমি পেলে? এত গাঢ়—

অসীম : নির্জন! বুকের মধ্যে—

নন্দিতা : গুপ্ত ; যেন ঠিক, ঠিক যেন

অসীম : পাতার আড়ালে ঢাকা পাখির বাসার মত, যেন আমাদের

নন্দিতা : ঠিক যেন হৃদয়ের মতো
কেউ টের কখনো পাবে না

অসীম : তোমার যা ভয় ছিল! বাবাঃ!

নন্দিতা : আহাঃ! ভয় আবার কি!
নিতান্ত যা

অসীম : স্ক্যানডালের ভয়?

নন্দিতা : হ্যা, বিশ্রী, জঘন্য লাগে
অথচ সবাই কিন্তু মনে মনে মজা পায়
অথচ সবাই চায়

অসীম : লোকে যে যা বলে বলুক তোরে
সকল ভাবনা হেলায় তুচ্ছ করে—

নন্দিতা : কোটেশন ভুল। ভুল কোটেশন
কোটেশন ভুল হলে আমরা নম্বর কাটি

অসীম : আমি বেপরোয়া, দিদিমণি
আমি কিছুই জানি না
লোক ভয় রাজ ভয় জ্ঞাতি ভয় কিছুই মানি না
শুধু তোমাকেই জানি

[নন্দিতা হঠাৎ গান গেয়ে উঠলো—ন্যায় অন্যায় জানি না জানি না। হাসতে হাসতে অসীম বাইরে গেল। অসীম যতক্ষণ না ফেরে ততক্ষণ গান গাইল নন্দিতা। অসীম এলো। তার এক হাতে বন্দুক আর এক হাতে হরিণ। গান থামালো নন্দিতা। অসীম বললে]

অসীম : গ্রামে কেউ নেই
সবাই বাজারে গেছে। ফিরে আসতে হল।

নন্দিতা : তুমি এই নিয়ে গ্রামে গেলে?
সে তো ওই পাহাড়ের ওপারে ; আশ্চর্য!

পথ দিয়ে গেলে মাইল তিনেক হবে

অসীম : ও আবার দূর নাকি ! কিছু নয় !

আদপে আমিও জংলী

বাবা ছিল ফরেস্ট রেঞ্জার

নন্দিতা : পৈত্রিক অভ্যাস—

অসীম : সেই সূত্রে সন্ধান পেয়েছি এই কুমড়ির বাংলোর

খনি অসূর্যম্পশ্যা, অর্থাৎ

সূর্যদেব সহজে ঘেঁসে না কাছে

নন্দিতা : তাই চারটেয় সন্ধ্যে হল প্রায়

অসীম : তা হলে বুঝলে

সূর্যদেব যেখানে শঙ্কিত

সেখানে আসবে না

তোমার ও ক্যাশভাঙা পলাতক স্বামী

[নন্দিতা কথাটা শুনে মুখ নিচু করলো। ভাল লাগে নি তার। সেই মুখ নিচু করেই বললে]

নন্দিতা : ওই জন্যে যেন এত ভয় ! আমি কি বলেছি তাই ?

অসীম : তা ছাড়া কিসের ভয় ?

কিসের সংকোচ এত ? বল

নন্দিতা : জানি না, থাম তো।

অসীম : নন্দিতা, তোমাকে আমি ভালবাসি, আমি

ঘোষণা করেছি—আমি ভালবাসি

[অসীম ঘনিষ্ঠ হল]

নন্দিতা : উঃ লাগছে না !

অসীম : লাগুক

[নন্দিতা অসীমকে থামতে দিল না। নদীর শব্দ। স্তব্ধতা ওদের।]

অসীম : অতঃপর ?

নন্দিতা : সন্ধ্যা নামে তন্দ্রালসা সোনার কবরী খসা

[অসীম নন্দিতার পায়ের কাছে বসে আছে। নন্দিতা অসীমের চুলগুলো এলোমেলো করে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে স্তব্ধতা। মাঝে মাঝে কথা।]

নন্দিতা : ও কিসের ডাক ?

অসীম : বনমোরগের।

নন্দিতা : কোন পাখি ডাকছে বলতো ?

অসীম : হরিয়াল ? না, ময়না

নন্দিতা : যা খুশি তা বলে যাচ্ছো বুঝি ?
কিছুই বুঝি না বলে—

অসীম : সত্যি বলছি—নাগরাজ

নন্দিতা : দূর ! আর ওই, ওই, ডেকেই চলেছে
ক্ল্যাসিক্যাল গানে সারেঙ্গীর মতো

অসীম : দূর ! ও তো ঝিঁ ঝিঁ

নন্দিতা : ঝিঁ ঝিঁ ! এত তীব্র ? এখানে সবই অদ্ভুত ?

অসীম : ভীষণ নির্জন কি না।
সংখ্যায় অজস্র
পাহাড়ে পাথরে ধাক্কা খেয়ে
এমন শোনায়।

নন্দিতা : আশ্চর্য তো !
জান কেউ নেই, এতোয়ারী, সুখন বাজারে
কী ভয় লাগছিল। তুমি চলে গেলে
সোনার হরিণ নিয়ে।
কী চমৎকার, হরিণ বলতো।
চোখ তোলা দায়
তুমি চলে গেলে ওকে নিয়ে
আমিও ঝর্ণার ধারে গিয়ে
ভাবছিলাম, হরিণের কথা বুঝি

হঠাৎ কী ভয় লাগলো যে

অসীম : ভয়? কিসে ভয়?

নন্দিতা : ঠিক ভয় নয়, মানে, এক
অ্যানকানি ফিলিং

অসীম : কিছু নয়, সব বাজে!
এডগার এ্যালান পো পড়ে পড়ে—

নন্দিতা : বাইরে গেলাম, ঝর্ণার কিনারে গিয়ে
মনে হল কেউ যেন আমার পিছনে
গায়ে কাঁটা দিল
যত যাই মনে হয় সে ও পিছনে পিছনে
ফলো করছে, ফলো করে করে—

[অসীম হাসলো হো হো করে।]

নন্দিতা : হাসছো যে অমন!

অসীম : নন্দিতা মৌলিক
ভৌতিক ব্যাপার নয়
নিতান্তই স্তব্ধতার খেলা
নৈঃশব্দ্যের লীলা

নন্দিতা : মানে?

অসীম : ও রকম হয়। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শোন :
প্রথমত কঠিন পাথর, ততোধিক ধাতব নৈঃশব্দ্যে
ভাইব্রেশান বড় বাজে, দ্বিতীয়ত, শহরের
অনভ্যস্ত কান, তৃতীয়, এডগার এলেন পো—
প্রথমে তৃতীয় যান; সপাটে বিদায় পো'-কে

[অসীম উঠে বিছানা থেকে একটা বই নিয়ে বাইরে ফেলে দিল।]

নন্দিতা : ও কি হল?

অসীম : পো'-কে বিদায় দিলাম

নন্দিতা : তাঁর অপরাধ?

অসীম : আমি যাকে ভালবাসি, তার
অর্থাৎ নন্দিতার
মনের উপর কেউ আধিপত্য করে
তা আমি চাই না।
আমি হতে চাই এক মাত্র অধীশ্বর

নন্দিতা : এখনো হওনি বুঝি !

অসীম : তবু বার বার শুনতে ভাল লাগে

নন্দিতা : কী অবুঝ, কী প্রচণ্ড অবুঝ !

[অসীম নন্দিতাকে কাছে টেনে নিল। কিন্তু হঠাৎ নন্দিতা মৃত হরিণ সম্পর্কে সচেতন হল। সমস্ত আলো হরিণের ওপর। নন্দিতা হরিণের দিকে তাকিয়ে আছে। অসীম যে আশ্লেষে আপ্লুত করে তুলেছে তাতে যেন তার কিছু নেই।]

নন্দিতা : হরিণ

অসীম : • সব হাটে গেছে
ওই হরিণের ছালে তোমার পায়ের চটি করে দেবো।

নমিতা : ছাড়ো।

[নন্দিতা উঠে হরিণের কাছে এল। তাকে তুলে টিপয়ের ওপর রাখলো।]

অসীম : এতোয়ারী গেলে
এতোয়া থাকলো না
গ্রামে কেউ নেই
হাট নয়, হাট যেন ওদের উৎসব
প্রতিযোগিতাও যেন হাসি গান হয়ে ওঠে
তবে জানো ছেলেবেলা থেকে যাদের দেখেছি
যে মানুষ, মানুষের সেই সরলতা আর নেই

[অসীম বলে যাচ্ছে। কিন্তু নন্দিতা সুটকেস থেকে মোমবাতি বার করছে। অসীমের কথা কানে আসছে না।] ·

সেই সরলতা নিষ্পাপ বিস্ময় আর কিছু নেই
হরিণের চামড়ার চটি পায়ে দিয়ে তুমি—
কি খুঁজছো নন্দিতা ?
হাটে প্রতিযোগিতা, তবু সেই প্রতিযোগিতায়—
নন্দিতা কি খুঁজছো তুমি ?

নন্দিতা : বাতি আর নেই ?
একটা মাত্র ?
আর নেই ?

অসীম : কি জানি ! জানি না, দ্যাখো

[নন্দিতা সেই বাতি জ্বালিয়ে দিল হরিণের মাথার কাছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো অসীম। কি হচ্ছে বুঝতে পারলো না]

অসীম : কি হল ? ব্যাপার গুরুতর মনে হচ্ছে, একেবারে জটিল
দুর্বোধ্য ধাঁধা দর্শনের মতো—

[নন্দিতা হরিণের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মধ্যে একটা রূপান্তর আসছে। অসীম আগের মতোই সহজ, আমুদে।]

অসীম : রিচ্যুয়াল নাকি ! খুব গভীর ব্যাপার
প্রতীক-টতীক ছাঁই পাঁশ কত কি যে—
নন্দিতা,

[নন্দিতা নিরুত্তর।]

অসীম : কি হল নন্দিতা ?

[অসীম নন্দিতার কাঁধ ধরে একটু ঝাঁকুনি দিল। লজ্জিত হল নন্দিতা। অসীমের চোখে বিস্ময়।]

নন্দিতা : আঃ, কি করছো ? ছাড়।

অসীম : কি হল বলো না ?

নন্দিতা : কিছু না তো। এমনি মনে হল, তাই
সত্যি বলছি !

অসীম : কেন মনে হল ?

নন্দিতা : ভাবি নি।

ভীষণ নির্জন !

এত নির্জনতা,

আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না—

সঙ্গে সঙ্গে কেউ যেন এল

[নন্দিতার পরিবর্তিত কণ্ঠস্বরকে উপেক্ষা করতে পারলো না অসীম। তবু ঠাট্টা করে বললে।]

অসীম : তোমার ছায়াকে তুমি নিয়ে এলে।

নন্দিতা : সত্যি, মনে হল পিছনে পিছনে

অসীম : চোর ডাকাতের ভয় নেই

আমি জানি,

মনে কর, তাই-ই যদি হয়, সব দিয়ে দেবো

ওরা অকারণে খুন করতে যাবে কেন ?

বন্দুক রয়েছে। আর এই দরজা জানলা বন্ধ।

কে আসবে আসুক এবার !

[অসীম দরজা বন্ধ করে দিল। জানলা খোলা থাকলো।]

নন্দিতা : একবার মনে হল

যদি, যদি, ফিরে আসে

যদি ফলো করে আসে

অসীম : কে ? কে যদি আসে, ফলো করে ?

'নন্দিতা : তা তো পারে—

আসতেও পারে তো ! তুমি বল্লে

ক্যাশভাঙা পলাতক স্বামী। পলাতক

ফেরারী, হয়তো মৃত নয়। মৃত নয় বলে

আসতেও পারে তো। তবু সে নয়, সে কথা জানি

অন্য কেউ, অথবা সে ;—কি জানি বুঝি না। কেউ যেন এল

অসীম : আসতেও পারে ! প্রায় এক যুগ পরে

আসতেও পারে ! কী বলছো নন্দিতা !
আসে তো আসুক, জেনে যাক
তুমি তার স্ত্রী আর নও, তুমি
হতে যাচ্ছো আমারই, আমারই,

[নন্দিতা চায় না অসীম কথাটা শেষ করুক। তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলো]

নন্দিতা : তোমার, অসীম, অসীম তোমার বন্দুকের গুলি নেই আর ? অসীম, আমি পাকা গিন্নী নই। কেরাসিন নেই। আলো জ্বলবে না আজ। এতোয়ারী বলে গেল কেরাসিন পাওয়া যাবে। আরো দূরে যেতে হবে। কাল এনে দেবে। এতোয়ারী বলে গেল কোন ভয় নেই। ভেবেছিলাম মোমবাতি আছে। শেষ মোমবাতি আমি জ্বালিয়ে দিলাম।

[আগের কথার রেশ টেনে অসীম বললে

অসীম : বাজে কথা মোটেই ভেবো না
যার কোন সম্ভাবনা নেই, তার জন্যে উতলা হয়ো না
অন্য কেউ, কোন আবরণ, কোন স্মৃতি
তোমাকে ঢাকুক—এ আমি চাই না, আমি
সত্যিই চাই না।

নন্দিতা : কি চাও অসীম ?

অসীম : চাই তোমাকে ; তোমার সত্তা, শুদ্ধ, নিখাদ তোমাকে

নন্দিতা : ভাল লাগে, শুনতে ভাল লাগে, শুনতে ভয় লাগে

অসীম : কোন ভয় নেই

[স্তব্ধতা। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে। নদীর জলের শব্দ। মোমবাতি জ্বলছে।]

নন্দিতা : যাও। স্নান করে এস।

অসীম : ভাববে না ও সব কিছু ? কথা দাও

নন্দিতা : যাও

অসীম : কথা দাও—খুশি হবে নদী পাখি অরণ্যের মতো

[অসীম নন্দিতাকে আদর করলো]

নন্দিতা : কেউ নেই বলে

অসীম : যা খুশি তাই-ই করে যাবো।
আয়রে ঝঞ্ঝা পরাণ বঁধুর
আবরণ রাশি করিয়া দে দূর—

নন্দিতা : [অভিভূত] ঢেকে দাও ; তুমি
নিঃশেষে ডুবিয়ে দাও তোমার ভিতর।

অসীম : [লঘুস্বরে] আমি গণ্ডী দিয়ে গেলাম। আদিবাসীদের মতো অরণ্যের আত্মা ডেকে আমি গণ্ডী দিলাম। এইটে উত্তর দিক। হে উত্তর, তুমি আমার নন্দিতাকে রক্ষা করো। দক্ষিণ, তুমি প্রহরী থাকো যেন নিখিল মৌলিক নামে নন্দিতার স্বামী, যিনি ফেরার আজ প্রায় দশ বছর এবং নতুন আইনে যিনি নন্দিতার স্বামী হতে পারেন না এখন, কিংবা অন্য কেউ অপচ্ছায়া কোন আমার নন্দিতার ত্রিসীমানায় না আসে। হে পূর্ব—

নন্দিতা : কি ছেলেমানুষী করছো বলতো!
যাও। বাথ রুমে জল আছে।

[অসীম হাসতে হাসতে চলে গেল। স্তব্ধতা। অন্ধকার হয়ে এসেছে। বাতির শিখা কাঁপছে। পরে জ্যোৎস্না এল একদিকে। নন্দিতা জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর চেয়ার সরিয়ে নিয়ে গেল জ্যোৎস্নার ভিতর। মঞ্চের পাশে। মঞ্চের মাঝখানে দশ বছর আগের নন্দিতা আর তার স্বামী নিখিল মৌলিককে দেখা গেল। আর সব অন্ধকার।]

নিখিল : ভাবছো আমি এখানেই থাকবো ? হুঁ।

নন্দিতা : কি করবে ?

নিখিল : বড়লোক হবো। যার টাকা নেই তার কিছু নেই।

নন্দিতা : সাধ তো অনেক ! সাধ্য ?

নিখিল : বিদ্রূপ।
নন্দিতা : না। বিদ্রূপ কেন ?
নিখিল : দ্যাখো তুমি।
নন্দিতা : বড় লোক হয়ে কি হবে তোমার ?
নিখিল : মানে ?
নন্দিতা : এই তো বেশ আছি দেড়খানা ঘরে
নিখিল : কী উচ্চাশা !
নন্দিতা : আমার চাওয়া খুবই সামান্য জানো—
নিখিল : প্যাচপেঁচানি রাখ। ও সব বুঝি না
নন্দিতা : কি সব বোঝ না ?
নিখিল : এখুনি বলবে তো—ভালবাসা চাই

[নন্দিতা হাসলো।]

আমি চাই ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা
আর ক্ষমতার মূলে আছে টাকা
তাই টাকা চাই।

নন্দিতা : আমাকে ? চাও না ? একটুকুও না কি ?
নিখিল : চাই। তবে তুমি, তুমি বড়, তুমি ঠিক
নন্দিতা : মনের মতন নই ?
নিখিল : না, ঠিক তা নয়, তবে
তুমি কি রকম যেন
নন্দিতা : [হেসে] কি রকম ?
নিখিল : তুমি বড় ভাবো
আমরা কি চাই জানো ?
চাই, বৌ হবে অনুগত, ঠিক যা বলবো, মেনে চলবে
আবার মাতিয়ে দেবে—
নন্দিতা : আমি তা পারিনি—
নিখিল : টাকা নেই কি না। টাকা থাকলে

নন্দিতা : আমিও মাতিয়ে দিতে পারতাম টাকা থাকতো যদি ?

নিখিল : নিশ্চয়ই। ভাল শাড়ী, জামা, হেয়ার ড্রেসারারের কাছে চুল মানে এই চৌরঙ্গীর মেয়ে হলে রক্ত চনমন করে বাঁই-বাঁই ছুটে—

[আলো নিভে গেল। নিখিল আর নন্দিতা মিলিয়ে গেল। মৃত হরিণের শিয়রে মোমবাতির আলো। স্তব্ধতা। নদীর শব্দ। পাখির ডাক। একটু পরে আবার নিখিলকে দেখা গেল।]

নিখিল : শুনছো ? শুনছো ? আমি নিখিল মৌলিক।

নন্দিতা : [ঘরের ভিতর থেকে] বল। গলা শুনে চিনতে পারি
তুমি পতি দেবতা আমার

নিখিল : এসো না এখানে

নন্দিতা : [ঘরের ভিতর থেকে] কাজ করছি যে

নিখিল : আমি পার্টি করছি যে।

নন্দিতা : [ঘরের ভিতর থেকে] মানে! সে আবার কি ?

নিখিল : রাজনীতি।

[নিখিল মঞ্চের এক কোণের দিকে গেল। ওখান থেকেই নন্দিতার সঙ্গে কথা বলছে। এই সময় নন্দিতাকে মঞ্চে দেখা যাবে না।]

নন্দিতা : রাজনীতি ?

নিখিল : গলা কাঁপলো কেন ?

[নন্দিতা সহজ হতে চেষ্টা করলো। তবু তার গলা কাঁপলো।]

নিখিল : মনে হল

নন্দিতা : এত তুমি লক্ষ্য কর নাকি ?
এও বুঝতে পারো ?
গলা কাঁপা কাঁপি—

নিখিল : হঠাৎ রাগলে কেন ?

নন্দিতা : রাজনীতি আমি পছন্দ করি না

নিখিল : পছন্দ করো না ? কেন ?

নন্দিতা : সে তুমি বুঝবে না।

নিখিল : ব্যাস ! সোজা ! এত সোজা নয় হে জীবন
রাজনীতি না করলে টাকা হয় না, আবার
টাকা না হলে রাজনীতি হয় না, অর্থাৎ
তুমি যদি চাও উপরে উঠতে, মানে
ক্ষমতার মাঝখানে যেতে চাও যদি

নন্দিতা : তুমি যাও। আমার উৎসাহ নেই

নিখিল : তুমি এই ঘুপচি ঘরে কোলা ব্যাঙ হয়ে
ট্যা ট্যা করা ছেলেমেয়ে, গাদাগাদি, তাই নিয়ে থেকো।

[বিরতি। নন্দিতার নিঃশব্দ কান্না অন্য ঘরে]

ছিদ কাঁদুনে, বিশ্রী লাগে।
কি চাও কিছুই বুঝি না।

[বিরতি]

এ ভাবে থাকার চেয়ে তুমি কাজ করো।
বাইরে বাইরে থাকলে তবু হালকা হবে কিছু
আমি চাই না যদিও, তবু—

[নন্দিতা নিরুত্তর। বিরতি।]

মণিদা বললে, তুই আয়, তুই যেমন চালাক চতুর
নিখিল, দু'দিনেই টপে যাবি
পারমিট টারমিট দেওয়া যাবে
মণিদা বললে, তুই আয়, তুই যেমন চতুর নিখিল

[নন্দিতা নিরুত্তর। বিরতি।]

মণিদা কে জানো ?
মণিদা মিনিস্ট্রী মেকার
বড় বড় মন্ত্রী সব পায়ে তেল দেয়
সেই মণিদা বলেছে—
কাঁদো কাঁদো. বাড়ি না তো নরক. নরক।

[নিখিলের ছায়া মিলিয়ে গেল। স্তব্ধতা। পাখির ডাক। মৃত হরিণের শিয়রে মোমবাতির শিখা কাঁপছে। আলো জ্বললো। নন্দিতার সাজ বদলে গেছে। বিত্তবান আধুনিকা। বুনছে। নিখিল এল।]

নিখিল : চমৎকার!

নন্দিতা : কি?

নিখিল : চমৎকার মানিয়েছে। এই তো!

নন্দিতা : খুশি? চৌরঙ্গীর মেয়ে?

নিখিল : এই নাও। দ্যাখো।

নন্দিতা : কি? [হাত বাড়িয়ে নিল।] হীরে! সেট!
এটাও আমার জন্যে?
সুন্দর! এটাও আমার নাকি
চমৎকার মানাবে, তাই না?
মালতী বলছিল, তোকে যা মানায়—
হীরে, বলো-না এটাও আমার?
[বার বার দেখতে থাকলো।]

নিখিল : পছন্দ তো? সত্যিই মানায়
সিনেমার মেয়েদের মতো

নন্দিতা : কি করে এ সব পাও। মাঝে মাঝে বড় ভয় করে বাপু।

নিখিল : ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে ভয় করে, তাই

নন্দিতা : কি করে বেড়াচ্ছো কে জানে!

নিখিল : ইচ্ছে করলে বাড়ি করতে পারি। ওই ভয়—
টিকটিকি লেগে যাবে

নন্দিতা : কেন? মণিদা তোমার

নিখিল : মণিদাই যায়, যায়

নন্দিতা : মানে, এত বড় মিনিস্ট্রী মেকার সেই যায় যায়?

নিখিল : একে বলে রাজনীতি। এদের বন্ধুত্ব!
আজ বন্ধু কাল শত্রু! এদের বন্ধুত্ব—

নান্দিতা : মাণদা ডুবলে

নিখিল : আগে হলে ডুবতাম, এখন বাঁচবো

নন্দিতা : রাজনীতি তোমাদের মই,
সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে

নিখিল : তাই ! সিঁড়ি বেয়ে ওঠা। কাড়লেই মরেছো !

নন্দিতা : আর মানুষ সমাজ, ন্যায়, নীতি সব

নিখিল : সব বুলি। বামপন্থরীরা বলছে এখন
ক্ষমতা পায় নি, তাই বড় বড় কথা !
ক্ষমতায় এলে, সমস্ত শেয়াল একই স্বরে ডেকে উঠবে।

নন্দিতা : তোমাদের মতো হবে ? অবিকল ? তারা হবে—

নিখিল : ঢের বেশী। উপোসী ছারপোকা ওরা। দেখো—

নন্দিতা : কি জানি, বিশ্রী লাগে

নিখিল : বিশ্রী লাগে ? -

নন্দিতা : এমন কি তোমাকেও বিশ্রী লাগে।
মাঝেমাঝে মনে হয় ছুঁড়ে ফেলে সব

নিখিল : নন্দিতা

নন্দিতা : এসো, ফিরে যাই সেই দেড় খানা ঘরে

নিখিল : সেখানেও সুখী ছিলাম না নন্দিতা

নন্দিতা : সুখ ছিল না অবশ্য, তবু গ্লানি ছিল না সেখানে

নিখিল : দাও ওটা। নিতে হবে না তোমাকে—

নন্দিতা : বাঁচালে আমাকে। নাও।

[বিরতি]

রাগ হল ? কিন্তু, কিন্তু, ওই ভালো
মাঝে মাঝে লোভ হয়
মাঝে মাঝে মনে হয়
সব চাই, অর্থ, বিত্ত সব
তুমি নিয়ে যাও

আমাকে বাঁচাও

রাগ হল ?

নিখিল : রাগ ! কেন ? নিলে না সে জন্মে ? দূর

প্রেমিক-প্রেমিক পোজ আমার অসহ্য

টাকা ব্যাঙ্কে রাখা নিরাপদ নয়, তাই কিনি ; আর

মণিদা এখন শত্রু

তার কোপে পড়েছি যখন

নন্দিতা : ফিরে এস। আগের জীবনে ফিরে চল।

নিখিল : তা আর হয় না। অসম্ভব।

নন্দিতা : কিছুতে হয় না ?

নিখিল : পেট খসানো মাগীদের মতো বসে বসে

শোকের দেয়লা করো—

নন্দিতা : কী কদর্য কথা আজ কাল বল !

ছিঃ, কী হচ্ছে দিন দিন ?

নিখিল : আমি থ্রিল চাই

বেঁচে আছি এটা বুঝতে চাই

দেখতে চাই আমাকেই নিয়ে

আস্ত এক নাটক জমেছে।

ঘুপচি ঘরে দম বন্ধ হয়ে আসে

বিরক্তি, বিরক্তি লাগে, আমি

মজা পেতে চাই।

[নন্দিতা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো। আলো নিভে গেল। একটুপরে আলো জ্বলে উঠলো। আগে নন্দিতা যেমন বসে ছিল তেমনি এখনও আছে। বেশভূষার সামান্য পরিবর্তন দেখা যাবে। নিখিল চোরের মতন এলো।]

নন্দিতা : কি হল ?

নিখিল : দরজা জানলা বন্ধ করে দাও

নন্দিতা : কি হয়েছে ? কি ?

নিখিল : চুপ, আস্তে। চাবি দাও

নন্দিতা : কী করবে ? ফিস ফিস করে কথা বলছো কেন ? তোমার মুখ মড়ার মুখের মত শাদা কেন ?

নিখিল : কাঁচা টাকা নিয়ে যাচ্ছি। নম্বর মিলে গেলে বিপদে পড়বে। চাই না তুমিও জড়িয়ে পড়ো। গয়না কিছু নিয়ে যাচ্ছি। যা আছে তাতে তোমার চলে যাবে। দাও।

[নন্দিতা চাবি দিয়ে বসে থাকলো। কি করবে বুঝতে পারছে না। একটু পরে নিখিল ফিরে এল।]

চল্লাম। পুলিশে তাড়া করেছে। মণিদার আক্রোশ। জানি না আবার দেখা হবে কি না। আমি ফিরে আসবো। কয়েক বছর গা ঢাকা দিলে সব চুকে যাবে। শুধু যদি ব্যাঙ্কের ক্যাশ ভাঙা হতো, মামলা চলতো। কিন্তু মণিদা সহজে ছাড়বে না। মণিদা আমাকে সরাতে চায়। আমি সব ফাঁস করে দিলে মণিদাও যাবে। তাই আগে আমাকে সরাতে চায়। আর দাঁড়াবো না নন্দিতা। যদি বেঁচে থাকি আবার আসবো। গাড়ীর শব্দ নাকি ? এত তাড়াতাড়ি এসে পড়লো ? আমার পিস্তল ? যাই। নন্দিতা, তুমি ভেঙে পড়বে। আমি নিরুপায়। স্রোতের মুখে এসে পড়েছি। নৌকোকে আর বাগ মানানো যাবে না নন্দিতা।

[নন্দিতা আর্তনাদ করে উঠলো। আলো নিভে গেল। পাখির বিকট আর্তনাদ। আর্তনাদ শুনে তোয়ালে হাতে করেই বেরিয়ে এল অসীম। এক কোণে নন্দিতা মৃত হরিণের দিকে তাকিয়ে আছে। হরিণের মাথার কাছে মোমবাতি জ্বলছে।]

অসীম : নন্দিতা, নন্দিতা, তুমি কোথায় ? নন্দিতা,
কী আশ্চর্য ! কি হল নন্দিতা ?
অমন চিৎকার করে উঠলে কেন তুমি ?

নন্দিতা : কিছু নাতো। আমি চিৎকার করেছি নাকি ? আমি ?

অসীম : তোমার চিৎকার শুনে, মনে হল

নন্দিতা : আমি চিৎকার করেছি ?
হবে হয়তো। মনে হল

অসীম : কেউ যেন তোমার গায়ের পাশে—

নন্দিতা : কি সব, কেমন যেন

অসীম : কি দেখলে ?

নন্দিতা : কিছুই দেখি নি। মনে হল

অসীম : যত সব বাজে ভাবনা ভাব,
মোমবাতি হরিণের শিয়রে জ্বলছে
আর আমি অন্ধকারে মরি।
আমি বলি শোন ঃ

[অসীমের কথায় না গিয়ে নন্দিতা বললে]

নন্দিতা : ভালবাসা সব দিতে পারে ?

অসীম : পারে। কি আমি পারি নি ?

নন্দিতা : তুমি সব দিতে পারো ? স্মৃতি ও বিস্মৃতি ?
আমাকে আচ্ছন্ন করে, আচ্ছাদিত করে দিতে পার ?
বেঁচে থাকবার যন্ত্রণা পারো কি ভুলিয়ে দিতে তুমি ?
অপারেশন টেবিলে এ্যানাস্তেশিয়া করা রোগীর মতন
সর্বস্ব অর্পণ করে দিতে পারি অবশ্যম্ভাবীর পায়ে ?

অসীম : তুমি কি পাগল হলে ?

নন্দিতা : বাঁচতে বড় ভাল লাগে তবু।
নিখিল আমার স্বামী, নিখিলের মতে
বাঁচা মানে থ্রিল, নাটকের হিরো হওয়া
আবার আমার মতে বাঁচার কি সার্থকতা শুধু—.

অসীম এমন দুর্জ্ঞেয় হলে কেন ?
তুমি তো এমন নও ?
কি তুমি দেখেছ যার জন্যে টুকরো টুকরো হয়ে গেলে ?

নন্দিতা : হঠাৎ এখানে এসে
নির্জন গৈরিকে এসে মনে হল, বাঁচা
মোটেই সহজ নয়
বাঁচা নিষ্ঠুর যন্ত্রণা
নির্জনতা দগ্ধ করে, পুড়িয়ে পুড়িয়ে শুদ্ধ করে
মৃত হরিণের চোখে আমি স্পষ্টই দেখেছি—
[অন্য স্বরে] সে ছায়া কিছুই নয়, ওই, ওই, হরিণের চোখ,
অসীম : কি বলছো নন্দিতা ? তুমি
বিশ্বাস করো কি ওই মরা হরিণের—
নন্দিতা : তোমাকে বিশ্বাস করি, তুমি ভদ্র, অমায়িক, ভাল ।
ভয় তো সেখানে নয়
বিশ্বাস সেখানে নয় । বিশ্বাসের ভিত
আরও নীচে । ক্ষয় সেখানেই, যেখানে নজর
চলে না । এ যেন এক ঢোড় পড়া গাছ
আপাত স্বাস্থ্যের নীচে, সবুজের নীচে,
মৃত্যুর ধূসর থাবা
ভয় আমাকে এখন
আমার বিরুদ্ধে আমি
আমাকেই আমি ভয় করি ।
অসীম : কোন ভয় নেই
আমি তো রয়েছি
আমার কব্জির জোর এখনো অটুট
আমি জোর করে ছিনিয়ে আনবোই
সুখ শান্তি স্বপ্ন ভালবাসা ।
নন্দিতা : পাহাড়ের চূড়ো, ন্যাড়া গাছে বাবুই পাখির বাসা
ওই যেন আমাদের ভালবাসা, প্রেম
নীচে, হাজার হাজার ফুট নীচে, অন্ধকার খাদ

ঝড় এলে, উড়ে যাবো খাদে অন্ধকারে

অসীম : আমি টুপ করে ধরে ফেলবো। এই ভাবে—

[অসীম নন্দিতাকে ধরে নাড়া দিল। নন্দিতা হাসলো।]

কোন ভয় নেই। কোন ছায়া নেই। কেউ কোথাও নেই।
আছি শুধু আমরা, আমরাই। আর কেউ নয়। আমরা শুধু।
দুটি জীবন্ত, পুরুষ প্রকৃতি, নর আর নারী। আর সব মৃত;
মৃত হিম। আমাদেরই প্রাণ আছে কথা আছে ধ্বনি আছে।
আর সব আমাদের ছায়া, প্রতিধ্বনি। আমরা বিয়ে করবো।
আমরা সুখী। আমরা আরও সুখী হবো। আমাদের
কোন সমস্যা নেই। কলকাতায় কোন সমস্যা ছিল না।
আজকে এই নির্জনে তুমি ভয় পেয়ে কি সব খুঁড়ে আনছো ?

নন্দিতা : সত্যিই কি সব আনছি ?
আমাদের কোন সমস্যা নেই তো।
আমরা সুখী, সুখী, অবিশ্বাস্য সুখী।

অসীম : তাই না, তাই না ?

নন্দিতা : তাই তো! তাই তো!

অসীম : আমরা সুখী, অবিশ্বাস্য সুখী—

নন্দিতা : মাঝে মাঝে বিস্ফোরণ ঘটে
মাঝে মাঝে পৃথিবীর তলা থেকে লাভা উঠে আসে
পৃথিবীর কঠিন কর্কশ পিঠ হয়তো জানে না
আপাত নিশ্চিন্ত, সুখি, কঠিন,—সে খবরও রাখে না
গলিত ফুটন্ত লাভা তার নীচে আছে।

[হঠাৎ থমকে গেল নন্দিতা]

এ কী বলে যাচ্ছি আমি ?
কিছু নেই, লাভা নেই, না, না, নেই
নীচে সুখ শান্তি তৃপ্তি মাদকতা।
নীচে, বলো—নীচে, সুখ শান্তি তৃপ্তি মাদকতা—

অসীম :	নীচে, সুখ শান্তি তৃপ্তি মাদকতা
আমরা সম্পূর্ণ
সম্পূর্ণতা ছাড়া কিছু নেই

নন্দিতা :	সম্পূর্ণতা !

[ওরা চুপ করলো। চোখ বন্ধ করে বসে আছে নন্দিতা। সে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। অসীম উন্মনা। কিছু ভাবছে। স্তব্ধতা। বাইরের অরণ্যের ধ্বনি মৃদু।]

অসীম :	তুমি বরাবরই এমনি, মানে, অস্বাভাবিক
তোমাকে নিয়েই ভয়, মানে, যা স্পর্শ কাতর।
জানি, তোমার অতীত তোমাকে
গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়ে গেছে

[অসীম আস্তে আস্তে কথা বলছে। নিরুত্তর নন্দিতা চোখ বন্ধ করে আছে। অসীম মাঝে মাঝে নন্দিতার মুখের দিকে তাকাচ্ছে।]

গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়ে গেছে
মানসিক টেনশান তুমি আর সইতেই পারো না
তাই বলি, কিছুই ভেবো না, স্রেফ বাঁচো
খাও দাও, কেনো কাটো, আমোদ আহ্লাদ কর
আমি বলি তুড়ি মেরে জীবন কাটাও
কিসের ভাবনা! দূর! কেন ভাবতে যাবো ?
ও তো যে সে ভাবনা নয়, একেবারে পণ্ডিতী ভাবনা যে!
যার কোন তল নেই, কোন দাম নেই
শুধু মিছিমিছি বাঁচার আনন্দ খুন করা
জীবনকে বোঝা করে তোলা, দূর!
অতীত ? নিখিল ? জানি তুমি ঘৃণা করো
নিখিলকে ঘৃণা করো। ঘৃণা করো, তবু তাকে তুমি
বিয়ে করলে। কেন ? সত্যিই দুর্বোধ্য তুমি। মাঝে মাঝে
ইচ্ছে করে খুলি উলটে দেখি ব্রেনে কত জট আছে

রাজনীতি ? পার্টি ? করতে একদিন ।
তখন শ্যামল ছিল । আজ নেই । তার জের আছে ?
থাকুক । কি হয়েছে তাতে ? হিংসে ও করি না ।
মৃতকে কে হিংসে করে বলো ! মনেও আসে না । তবু*
মাঝে মাঝে কেন যে পাগলামী কর ! শোন, চোখ খোলা,
এই, শোন—

নন্দিতা : বল

অসীম : মাঝে মাঝে কি হয় তোমার ?

নন্দিতা : কি আবার হবে ! কিছু না তো ।

অসীম : কিছু নাতো ! বল্লে হল ! বাবাঃ, আমি কাঠ হয়ে থাকি
মনে হয়, সে সময় মনে হয় আমার বদলে
প্লেটোকেই প্রেম করলে ভাল করতে তুমি ।

[নন্দিতা নিঃশব্দে হাসলো । উৎসাহিত হল অসীম ।]

আমি বুঝতেই পারি না তুমি নিখিলকে—

নন্দিতা : ও সব থাক না

অসীম : সত্যি কেন যে এমন ভুল করতে গেলে—

নন্দিতা : আমিও জানিনা, তবে হয়তো ভেবেছি
বিয়ে করলে ভুলে যাবো, শ্যামলকে ভুলে যাবো—
মৃতকে কে ভালবেসে মরতে যাবে ?
আমি বাঁচতে ভালবাসি
তখন নিখিল এল, ভাবলাম, মন্দ কী, বেশ তো

অসীম : অদ্ভুত, আজব

নন্দিতা : কে জানতো প্রেমিক শুধুই এক পুরুষ নয় তো
অতিরিক্ত কিছু, বোধ, বা চেতনা, সত্তার শিকড়ে
সঞ্চারিত হয়ে যায় অগোচরে, তাকে উপড়ে ফেলা
অসম্ভব । আগে তো ভাবি নি,
মনেও আসে নি আগে, জানো—

[উৎসাহিত নন্দিতা উঠে বসলো]

শ্যামলই বলতো : আমি আর মতবাদ অবিচ্ছেদ্য এক ।
কত তর্ক করেছি যে । প্রমাণ করেছি ওই দৃষ্টিকোণ
যান্ত্রিক, আবেগহীন । তবু আজ, আজ মনে হয়
সেই দৃষ্টিকোণ আমার জীবন আজ
নিয়ন্ত্রিত করছে অগোচরে
যেন এক উত্তরাধিকার, যাকে ঘাড় থেকে
ঝেড়ে ফেলা বুঝি অসম্ভব ।

অসীম : [হাসতে হাসতে]
ওই ছায়ার মতন, অপাস্তব ছায়ার মতন
জানলার বাইরে যারা আড়ি পেতে আছে ।

নন্দিতা : [হাসতে হাসতে]
নাকি ওৎ পেতে আছে ?

অসীম : থাকুক, মরুক

নন্দিতা : মরুক, থাকুক
কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে
আর কোন খোঁড়াখুঁড়ি নয়, কিছু নয়,
কেউ আসে নি আমার সঙ্গে
কোন ছায়া আপচ্ছায়া নয়
ও সব কি জানো ? ম্যাকবেথের ড্যাগারের মতো
হ্যালুই সিনেশন, প্রডাক্ট অব হীট অপ্রেসড ব্রেইন ।

[নন্দিতা সহজ হল দেখে খুশি হল অসীম ।]

কেমন তাই না ? বাঁচা স্রেফ, বাঁচা
প্রচণ্ড হুল্লোড়ে বাঁচা
কলকাতায় এবার কি করি দ্যাখো—

অসীম : দ্যাখা যাবে । দু'দিনেই হাঁফিয়ে উঠবে

নন্দিতা : না। ককখনো না

অসীম : তোমাকে নিয়েই ভয়

নন্দিতা : সত্যি ভয় পাও ?

অসীম : নিখিলের মতো যদি আমাকেও ঘৃণা করে বসো ?

নন্দিতা : কি যে যা তা বলো

অসীম : হতেও পারে তো

নন্দিতা : হতেও তো পারে তুমি এই গুলি দিয়ে আমাকেই

অসীম : এই গুলি দিয়ে আমি তোমাকে, তোমাকে—?

নন্দিতা : মেরে ফেলবে

অসীম : মেরে ফেলবো ?

নন্দিতা : হতেও তো পারে

অসীম : তা হতে পারে না। পাগল না হলে কেউ ভাবে আমি—
কখনো হবে না, হয় না, হবে না, দূর ! পাগলামী

নন্দিতা : নির্জনতা বড় মারাত্মক
সব কিছু হতে পারে
সাধকরা তাই তো নির্জনে আসে
নির্জনে মনকে ফিরে পায়
নির্জনতা বড় মারাত্মক
সব কিছু হতে পারে
এই তো দ্যাখো না কলকাতায় বাঁচার জন্যে যে নাছোড়বান্দা
মরীয়া-নন্দিতা, কুমড়ির জঙ্গলে, নির্জনে, এসে ছায়া দেখে
কি রকম হয়ে গেল, চকিতে সমস্ত কিছু পালটে গেল তার
সমস্ত সত্তার ভিত নাড়া খেয়ে উঠলো ডাক ছেড়ে
মনে হল, বাঁচবার অর্থ হল বাঁচবার অর্থ খুঁজে পাওয়া
সব কিছু হতে পারে
নির্জনতা যাদুমন্ত্র জানে

অসীম . অসীম নাচার !

[নন্দিতা হাসলো। কথা বন্ধ করলো অসীম। মুখ কালো হয়ে উঠলো।

কিছুক্ষণ পরে বন্দুক পরিষ্কার করতে থাকলো। নন্দিতা উঠে গিয়ে মৃত হরিণের মুখের দিকে ঝুঁকে নাড়লো। স্তব্ধতা।]

নন্দিতা : বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্

ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর

[মুখ তুলে তাকালে অসীম। লজ্জিত হল নন্দিতা। বললে]

দেব দ্বিজে ভক্তি থাকলে আজ আমি হয়তো এই প্রার্থনাই করতাম। বলতাম মৃত্যু পথ যাত্রী আমার প্রাণ বায়ু মহা বায়ু স্বরূপ পরমাত্মায় মিলে থাক। এই দেহ আমার ভস্মীভূত হোক। হে ওঁ স্বরূপ মন—অগ্নি আমার মঙ্গলের জন্যে যা যা স্মরণ করা দরকার তাই-ই মনে করিয়ে দিন। আমি যা ভাল কাজ করেছি তা আমার মনে পড়ুক।

[অসীম বন্দুকের নল পরিষ্কার করতে লাগলো]

তুমি একে মারলে কেন ?

কী ফুটফুটে হরিণ বলতো

তুমি বড নিষ্ঠুর অসীম, অকারণে মারো

মেরে যেন সুখ পাও

এই তো ক' দিন মাত্র এসেছি এখানে

এর মধ্যে কত পাখী মেরেছো বলতো ?

[অসীম বন্ধুকের নলে চোখ দিয়ে দেখছে ময়লা আছে কিনা]

কেন এক মারলে তুমি

কী ফুটফুটে হরিণ বলতো, সোনার হরিণ

অসীম : [ওই ভাবে]

নন্দিতা, হরিণ নয়, হরিণী এবং

ঝর্ণার ধারে ওরা প্রেমে মসগুল যখন, তখন

একটা গুলিতে, শেষ।

[অসীম উঠে দাঁড়িয়ে]

তখন সঙ্গম রত, কামমোহিতম্

রামায়ন হয় কি'না দ্যাখো

[অসীম জানলা খুলে বাইরের দিকে তাকালো। নন্দিত অসীমের দিকে পিঠ করে]

নন্দিতা : তুমি সত্যিই নিষ্ঠুর। অকারণ মারতে ভালবাসো
কলকাতায় দেখেছি তোমার নিষ্ঠুরতা,
সে অন্য রকম, তার প্রকাশ আলাদা
অনেক মেধাবী, সাংগঠনিক, সে সামাজিক নিষ্ঠুরতা।
এ ক'দিনে কত পাখি মেরেছো বলতো, কেন ?

অসীম : [না ফিরে]
ভাল লাগে, মজা লাগে, আর মন্দ কী, সময় কাটে,
কি করবো বলো ? মদে আর দার্শনিকতায় মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে
বনে বনে ঘুরে পাখি মেরে বেশ তো সময় কাটে

নন্দিতা : সময় কাটবে বলে মারো !
বাবাঃ কী নিষ্ঠুর তুমি

অসীম : [না ফিরে]
শ্যামলের বিপ্লব কি বোস্টমী প্রণয় ?

নন্দিতা : আবার শ্যামল। ওকে টানো কেন ?

অসীম : [না ফিরে]
মরেও মরে নি

নন্দিতা : হিংসে কর নাকি ?

অসীম : [না ফিরে]
হিংসে করতে ঘৃণা করি

নন্দিতা : তবে ? শ্যামলের কথা থাক

অসীম : [না ফিরে]
আমি তো টানি না তকে আমাদের মাঝখানে, তবু
তুমি মৃতকে শ্মশান থেকে আনো, বার বার আনো

জানি না, বুঝি না, বুঝি, শ্যামল মরেও বেঁচে আছে
যে তোমার পিছু পিছু আসে সে নিখিল নয়, ওই
হরিণের চোখ নয়, আসে স্মৃতি, শ্যামলের স্মৃতি
শ্যামলকে ভুলে যেতে তুমি এলে আমার নিকটে
জানি তুমি নিখিলের মতো ভুল করবে ফের, জানি।
তুমি ফিরে যেতে পারো, যেতে পারো অনায়াসে তুমি।
ভালবাসা? আমি ভালবাসি, কিন্তু নন্দিতা, তা
তোমার মতন নয়, তার প্রকাশ আলাদা, তার—

[নন্দিতা অসীমের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল। দুই হাতে তার মুখ তুলে বললে]

নন্দিতা : বল, বল, বলতে পারো?

[অসীম মুখ নিচু করলো]

নির্জনতা মারাত্মক, তাই না অসীম?
যে কথা ভাবতে ভয় পাই সেই কথা বলা যায়
কত অনায়াসে! নির্জনতা মারাত্মক যাদুমন্ত্র
এসো, কেন রাগ করো?
বোঝ না, তোমার নন্দিতা ভীষণ মুডি, বেয়াড়া সে
তুমি যদি রাগ করো আমি কোথায় দাঁড়াবো বলো?
কি নিয়ে থাকবো আমি? তুমি কি বোঝ না আমি বাঁচি
তোমাকেই কেন্দ্র করে বাঁচি। সুখি, অবিশ্বাস্য সুখি

[অসীম নন্দিতার মুখ তুলে চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললে]

অসীম : দাঁড়াও, হুইস্কি আনি।

নন্দিতা : আনো।

অসীম : খাবে তুমি?

নন্দিতা : তুমি দিলে খাবো।

অসীম : এখুনি আনছি।

নন্দিতা : তুমি বস। আমি আনি।

[নন্দিতা উঠে গেল। অসীম ঘরময় পায়চারি করল কিছুক্ষণ। মৃত হরিণের কাছে গেল। মোমবাতি প্রায় নিভে এল। অসীম বসলো। চমকে উঠলো। এদিক ওদিক দেখলো। কিছু নেই। বাইরে তাকালো। জ্যোৎস্না। বন্ধুক হাতে নিল। পরীক্ষা করলো। একটা মাত্র গুলি আছে। বাইরে পাখির ডাক, জলের ডাক। স্তব্ধতা। স্বস্তি পাচ্ছে না তবু। দরজা খুলে বাইরে গেল। একটু পরে এল। অনেকটা নিজেকে আশ্বস্থ করার জন্যে অসীম বলছে]

অসীম : জ্যোৎস্নার আলো বড় প্রতারক। বুঝলে নন্দিতা। জ্যোৎস্নার আলো, আলো নয়। ছায়া কিন্তু। আর রাত্রে, এই মারাত্মক নির্জন রাত্রে, ওই সব ছায়া যেন দেহ পায়। দেহ পায়। মনে হয় ওরা সব মানুষ, মানুষ। চলছে, ফিরছে। চুপি চুপি কথা বলছে। ফিসফাস ফিসফাস কথা। ঘাতকের মতো। ষড়যন্ত্রকারীর মতন। কথা বলছে। আমাদের লক্ষ্য করছে। আমাদের দিকে মারাত্মক চোখ তুলে তাকাচ্ছে। আমরাই যেন ফেরারী, অপরাধী। যেন আমাদের পিছনে পিছনে এতকাল ঘুরে ঘুরে আজ রাত্রে ঠিক বাগে পেয়ে গেছে। আজ আর নিস্তার নেই। কিন্তু ভুল। নন্দিতা আমি বলছি ভুল। সব ভুল। প্রতারণা। ছায়া, ছায়া, ছায়া সত্যি নয়। সত্যি শুধু আমরাই। জীবন্ত আমরা দু'জন। আর সব মৃত, মৃত, মৃত হিম, মৃত।

নন্দিতা : [অন্য ঘর থেকে]
আমারাই জীবন্ত শুধু। আর সব মৃত; মৃত, মৃত।

অসীম : [স্টেজ থেকে]
এমন নিষ্ঠুর নির্জনতা আমি কখনো দেখিনি

নন্দিতা : [অন্য ঘর থেকে]
এ যেন চাঁদের মধ্যে নিস্তরঙ্গ শূন্য বায়ুহীন

অসীম : [স্টেজ থেকে]

ছায়া দেখে, একটু অন্য মনস্ক হলেই, বুঝলে নন্দিতা

মনে হল, তোমার মতন মনে হল, কেউ বুঝি

আমাদের লক্ষ্য করছে :

উই আর বিয়িং ওয়াচড—

নন্দিতা : [অন্য ঘর থেকে] উই আর বিয়িং ওয়াচড—

অসীম : আসলে তা সত্যি নয়

নন্দিতা : [অন্য ঘর থেকে] সত্যি নয় ?

অসীম : সত্যি নয়। মিথ্যা। সত্যি আমরা, আমরাই

নন্দিতা : [অন্য ঘর থেকে] অথবা আমরাও মিথ্যে ছায়ার মতন ?

কেউ যেন দেখছে আমাদের

স্থির চোখে। কে, কে দেখতে পারে ?

জানি, কেউ নয়, তবু, মনে হয়

[হাতে হুইস্কির বোতল আর গ্লাস নিয়ে]

তুমি কিছু দেখলে বুঝি ?

অসীম : দূর ! আমি তো তোমার মত নই

আমার এ নার্ভগুলো ধনুকেব ছিলা

সহজে ছেঁড়ে না

নন্দিতা : সহজে ছেঁড়ে না। কিন্তু বাজে।

ঝনঝন করে বেজে ওঠে।

অসীম : দাও

নন্দিতা : কিছু নেই। নাও

অসীম : আশ্চর্য ! নিশ্চয়ই আছে।

এতোয়া থাকলে মহুয়া পাওয়া যেত

আরও বোতল তো আছে।

তুমি পাও নি। দাঁড়াও, আমি আনি

আলো নেই কিনা।

[অসীম অন্য ঘরে গেল। গিয়েই আবার ফিরে এল। বন্দুকটা নিয়ে গেল। নন্দিতা দেখলো। কিছু বললো না। মৃত হরিণের শিয়রে বাতি প্রায় নিভে এসেছে। স্টেজের মাঝখানে আলো জ্বলে উঠলো। দেখা গেল বসে আছে নন্দিতা। সে তখন প্রায় যুবতী। স্টেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মায়াকোভস্কির কবিতা বলছে নন্দিতা অনেকটা আপন মনে]

নন্দিতা : এ সঙ
এ্যাণ্ড এ ভার্স
ইজ এ
বমব
এ্যাণ্ড এ ব্যানার
হি হু উইল নট সিং উইথ আস
ইজ এ্যাগেনস্ট আস

[শ্যামল এল। পরনে গেরুয়া পাঞ্জাবী, পায়ে কাবলী। কাঁধে ঝোলান শান্তিনিকেতনী ব্যাগ]

শ্যামল : ঠিক তাই। যারা আমাদের সঙ্গে নেই তারা
শত্রু, এমন কি তুমিও।

নন্দিতা : শ্যামল! এসেছ? জানি আসবেই, জানতাম

শ্যামল : কি মনে হচ্ছিল জানো?
নেহেরু এসেছে
প্রেসিডেন্সি-লনে মিলিটারী
সমস্ত কলেজ স্ট্রীট যুদ্ধক্ষেত্র
লোকজন ভয়ে মরছে
অহিংস বুলেট যেন
এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দেবে।
আমি কিন্তু ভাবছিলাম, জানো, তোমার কথাই
তোমার মুখের ছায়া ঘিরেছিল যেন
কী সাহস দিচ্ছিল আমাকে

জানো, যদি হেরে যাই তবু
আমরাই দিয়ে যাবো
প্রেমের নতুন সংজ্ঞা
এর আগে প্রেম ও সংগ্রাম এক হয়ে ফোটে নি কখনো।

[নন্দিতা কথা না বলে শ্যামলের দিকে তাকালো।]

শ্যামল : তাই না নন্দিতা ?

[নন্দিতা কথা না বলে শ্যামলের মুখের দিকে তাকিয়ে করুণ ভাবে হাসল।]

শ্যামল : আমরাই দিয়ে যাচ্ছি প্রেমের নতুন সংজ্ঞা
একসঙ্গে ঝুকে পড়া ব্যারিকেডে
বোমার হলকায় পরস্পরের মুখ দেখা
আমাদের সার্থকতা
এর আগে কেউ কি ভেবেছে ?

নন্দিতা : তবু, তবু, ভয় লাগে।

শ্যামল : ভয় ? নেই এ কথা বলছি না
তবু জীবনের জন্য এই ভয়
জয় করে নিতে হবে।

নন্দিতা : আর যদি না ফেরো কখনো ?

শ্যামল : ইতিহাসে থেকে যাবো
মানুষের শ্রমে ও সংগ্রামে, তার প্রেমে, স্বপ্নে
অঙ্কুরিত হবো বারবার
বহুবার বহুভাবে জন্মাবো আমরা।

নন্দিতা : শ্যামল বোঝ না, এ তোমার ধারণা, নিতান্ত
মানসিক বোধ মাত্র, নীরক্ত ধারণা, এ্যাবস্ট্রাকশন

শ্যামল : তাকেই সভ্যতা বলি যা আমাদের দিয়ে যায়
এ্যাবস্ট্রাকশন, যা—

নন্দিতা : বাট হিউম্যান কাইণ্ড ক্যান নট বিয়ার টু মাচ
এ্যাবস্ট্রাকশন

শ্যামল : পুনরায় এলিয়ট !

থাক। যাবে কিনা বলো।

নন্দিতা : তোমাকে যেতেই হবে ?

শ্যামল : হবে। না গিয়ে পারবো না।

আমি সে রকম নেতা নই যারা

ছেলেদের বলবে ঝাঁপ দিতে, আর

নিজেরা পালিয়ে থাকবে

পার্টি ম্যানডেটের আড়ালে

আমি মনে করি ওর নাম ভীরুতা, অন্যায়

নন্দিতা আমরা যেন ঘৃণা করতে পারি

নন্দিতা : তুমি বুঝবে না, কখনো বুঝবে না, কিছু হলে আমি—

শ্যামল, ভীষণ ভীরু রুগ্ন আমি, তাই না শ্যামল ?

তোমার নন্দিতা ভীষণ দুর্বল, ভীরু

শ্যামল : তুমি ভালবাস ?

নন্দিতা : জানো না ?

শ্যামল : কাকে তুমি ভালবাস ?

নন্দিতা : শ্যামল ঘোষকে ?

শ্যামল : কে এই শ্যামল ঘোষ ?

নন্দিতা : এক ব্যক্তি, রক্ত মাংসে পরিপূর্ণ অনন্য মানুষ—মনের মানুষ

শ্যামল : এখানেই ভুল।

নন্দিতা, আমি ও আমার বিশ্বাস, জেনো, অবিচ্ছেদ্য, এক

মানুষের বাঁচা ও মরার প্রশ্ন, প্রশ্ন আমাদেরও

ব্যক্তি বিশ্ব প্রতীপ নয়তো, সে পরিপূরক

একটাকে বাদ দিলে অন্যটি তো ভাবা অসম্ভব

একটাকে বাদ দিলে

আমি অসম্পূর্ণ হবো—

ও সব এখন থাক।

আমি চলি। যদি ফিরি দেখা হবে
যদি না ফিরি আবার, মনে রেখো।
মনে রেখো সিমনভের কবিতা,—সেই যে
ওয়েট ফর মী

[শ্যামল আর না দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি চলে যেতে উদ্যত]

নন্দিতা : দাঁড়াও শ্যামল

শ্যামল : তুমি যাবে ?

নন্দিতা : যাবো। যাবো কেন জানো ?

শ্যামল : কেন ?

নন্দিতা : ভালবাসি বলে।
আমার এ ভালবাসা মতবাদ নয়
বিমূর্ত ধারণা নয়, ভালবাসা
একটা মানুষ নিয়ে—

শ্যামল : সাধু! সাধু! দেরি হচ্ছে, চল
তোমার প্রেমের সংজ্ঞা চা সহযোগে পরে শোনা যাবে

নন্দিতা : তোমার স্বগোত্র নই আমি
কলোনির মধ্যবিত্ত জীবন চর্চায়
মার্কস-এর ফোড়ন দিয়ে
নার্সিসিস্ট সুখ পাওয়া যায়—
ওতে জীবন বদলায় না।
ইতিহাস মনে রাখবে ? রাখতে পারে
বড় জোর সুন্দর গোঁয়ার বলে
বিপ্লবীর ন্যায্য মূল্যে নয়। থাক।
ইতিহাস মনে রাখবে !
কত বীর চলে গেল, শহীদ ; তাদের
ক'জনের মুখ রক্তে ভাসে ?
যার যায় সে-ই মনে রাখে, অন্যেরা সবাই

বক্তৃতাব পর ভোলে, ভুলে সুখে থাকে
ইতিহাস মনে রাখবে ! থাক !
তবু যাবো । কেন জানো ? ভালবাসি তাই ।

শ্যামল : নন্দিতা

নন্দিতা : রাগ করলে ?

শ্যামল : কি চাও নন্দিতা ?

নন্দিতা : জীবনের অর্থ ও তাৎপর্য । জীবন, জীবন
প্রচণ্ড রহস্যময় কী এক যন্ত্রণা
বলতে পারো কিসে পেতে পারি—

শ্যামল : তা পাওয়া যায় একমাত্র অংশ গ্রহণে, সংগ্রামে
সমাজিক রূপান্তরে, স্বীকৃতিতে,
একটিভ পার্টিসিপেশনে—

নন্দিতা : ধরতাই বুলি, শুনে কান পচে গেল
তোমরা কি সবাই তোতাপাখি ?
সামাজিক রূপান্তর ! অস্বীকাব করি না ; জানি সে
প্রাথমিক শর্ত, তবু কিছু 'তবু' থাকে
যার উত্তর দরকার ।

শ্যামল : [হাসতে হাসতে]
তার উত্তর রয়েছে, পাবে চল
ব্যারিকেডে, পতাকা উড়িয়ে চল
যৌবনের স্পর্দ্ধার মতন, স্বপ্নের মতন চল
হাজার কণ্ঠের সঙ্গে মিলিয়ে মোহিনী কণ্ঠ, নারী
সমুদ্রের স্বাদ তুমি নাও,
মুখ দ্যাখো বজ্রের আলোয়—
দেখবে, সমস্ত প্রশ্নের
যথাযথ উত্তর রয়েছে ।
সংশয়বাদিনী, তখনই বলতে পারবে

বী ওয়্যার অব উয়র পজ

মান হ্যজ হিজ ফিট ইন ব্লাড

নন্দিতা : সাবধান, সরাও তোমার থাবা

রক্তের ভিতর আজ দাঁড়িয়ে মানুষ

শ্যামল : সাবধান, সরাও তোমার থাবা

রক্তের পাঁকের মধ্যে মানুষ দাঁড়িয়ে

[আলো নিভে গেল। ছাত্র জীবনের নন্দিতা ও শ্যামল মিলিয়ে গেছে। স্টেজের এক কোণে নন্দিতা। অন্ধকারে তাকে দেখা যাচ্ছে না। অন্য ঘর থেকে অসীমের কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

অসীম : কে ওখানে কে ?

নন্দিতা : [যেমন এক কোণে বসে ছিল সেই ভাবে নিজেকে বললে]

কেউ নয়, কিছু নয়, ছায়া

আর সব মৃত। শ্যামল, নিখিল

অতীত, আমার অতীত সন্ধান, স্বপ্ন

মৃত, মৃত, মৃত

অসীম : [অন্য ঘর থেকে]

সাম বডি ইজ ওয়াচিং আস। উই আর বিয়িং ওয়াচড

নন্দিতা : [নিজের মনে]

আমরা কি আমাদেরই দেখে যাচ্ছি তবে নৈঃশব্দ্যের ক্রূর দৃশ্যপটে ?

[স্তব্ধতা। স্টেজের মাঝখানে আলো। স্থাণুর মতো বসে আছে ছাত্রী জীবনের নন্দিতা শ্মশানের পাশে। ময়লা পোড়া কাঠ। মন্দিরের ঘন্টা। শ্মশানের ভিতর থেকে ধ্বনি আসছে, 'কমরেড শ্যামল জিন্দাবাদ। ছাত্র ফেডারেশন জিন্দাবাদ। এ আজাদী ঝুটা হ্যায়—ভুলো মাৎ, ভুলো মাৎ, খুন কা বদলা লেনা হ্যায়, ভুলো মাৎ ভুলো মাৎ।' একটা মেয়ে ছুটতে ছুটতে এল 'নন্দিতাদি নন্দিতাদি' বলে। নন্দিতাকে ওই ভাবে বসে থাকতে দেখে ডুকরে

কেঁদে তাকে জড়িয়ে ধরলো। মাঝে মাঝে বক্তৃতার টুকরো আর শ্লোগান আসছে]

মেয়েটি : তুমি কি নিয়ে বাঁচবে ?

[নন্দিতা নিরুত্তর।]

সব গেল। সব মুছে গেল

কি নিয়ে বাঁচবে তুমি ?

[নন্দিতা নিরুত্তর। মেয়েটি সামলে নিল। এক নিমেষে যেন মুখোশ পরে নিয়ে যান্ত্রিক গলায় বলে গেল]

পার্টি আছে। আমাদের পার্টি আছে

বিপ্লবীর সব চেয়ে বড় কাম্য যে জীবন

শ্যামলদা সে জীবন পেল—

সব চেয়ে অর্থময় এ সময়, আমরা তো সৌভাগ্যবতী !

আন্দোলন এগিয়ে চলেছে, বীরের এ রক্ত স্রোত

মিথ্যে নয়, শ্যামলদার রক্ত থেকে হাজার হাজার

বীর ছেয়ে দেবে বাংলা দেশ, ছেয়ে দিচ্ছে কাকদ্বীপ

লায়ালগঞ্জের মাটি লাল, বিপ্লবের শিখায় শিখায়

নোনা গঙ অপরূপ, এই তো জীবন, এই তো জীবন

চল, তুমি চল বিপ্লবীর মতো শ্যামলের রক্তে চুল বেঁধে

[নন্দিতার মুখে ম্লান হাসি। মেয়েটি হঠাৎ থেমে গেল। নন্দিতার দিকে তাকালো। বিরতি। হঠাৎ মুখোশ ঘসে পড়লো যেন। আভিভূত কণ্ঠে বললে]

চিতায় তোলার আগে শেষবার দেখে যাবে এসো ।

[নন্দিতা স্থানু, নিথর। মেয়েটি কেঁদে উঠলো। শ্মশানের মধ্যে শ্লোগান। অন্য ঘর থেকে গুলির আওয়াজ। হরিণের শিয়র থেকে মোমবাতি দপ করে নিভে গেল। আলো নিভে গেল। ছাত্র জীবনের কেউ আর নেই। স্টেজের এক কোণ থেকে গোঙানি উঠছে নন্দিতার।]

অসীম : [অন্য ঘর থেকে]

আমি যাকে ট্রাম থেকে পুশ করে ছিলাম, এ সেই লোক। অবিকল সেই। কিন্তু বিশ্বাস করো নন্দিতা, ইচ্ছে করে তাকে আমি ধাক্কা দিই নি।

নন্দিতা : অ অ অ অ অ

অসীম : [অন্য ঘর থেকে]
আমাকে বিশ্বাস করো

নন্দিতা : অ অ অ অ অ

অসীম : [অন্য ঘর থেকে]
ট্রামে ভিড় ছিল। ঝুলছিল সে। আমি তার পাশে সামনে ঝুলছিলাম। আমার একটা পা পা-দানিতে, অন্য পা হাওয়ায়। আমি এক হাত দিয়ে ট্রামের ছাদের এক কোণ ধরে ছিলাম। হাত কন্‌কন্‌ করছিল। আর ওই লোকটা, আমি যাকে ধাক্কা দিয়েছিলাম, সেই লোকটা, বুড়ো-আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শুধু। আমি জানতাম না। একটু আরাম পাবার জন্যে, না কি আত্মরক্ষার জন্যে, আমি তাকে একটু ঠেলে, বুঝলে নন্দিতা তাকে একটু ঠেলে, যেই পা দুটো রেখেছি সে-ই লোকটা পড়ে গেল। তখুনি তাকে চাপা দিয়ে চলে গেল ডবল ডেকার। বুঝলে নন্দিতা—

নন্দিতা : অ অ অ অ অ

অসীম : [বন্দুক হাতে দরজার কাছে এল]
তাকে এক তাল মাংস করে দিল
[ডুকরে কেঁদে উঠলো নন্দিতা]

অসীম : তখন একবার এক নিমেষের জন্যে মনে হল আমি, আমরা গণ্ডার। আমরা সবাই তাড়িত গণ্ডার। শিঙ দিয়ে গুতিয়ে চলেছি। তারপর সব ভুলে গিয়েছিলাম। আজ এই কুমড়ির জঙ্গলে মনে হল সে আমার দিকে তাকিয়ে

দেখছে। তার চোখে ঘৃণা ও বিদ্রূপ। অথচ নন্দিতা আমার মনে কোন বিদ্বেষ ছিল না। ভালবাসাও ছিল না। আমি ওর সম্পর্কে সচেতন ছিলাম না। ও ছিল বস্তু খণ্ড। আমি ইনডিফারেন্ট। আমার তাড়া ছিল অফিসের। সওদাগরী অফিসের তাড়া। ওই ট্রাম ছেড়ে দিলে লেট হতো। আমার একমাত্র লক্ষ্য যাওয়া। তাড়িত গণ্ডারের মতো ছুটে যাওয়া! জীবিকার জন্যে জীবনের জন্যে ছুটে যাওয়া। তৃপ্তির জন্যে, নিরাপত্তার জন্যে, সুখের জন্যে ছুটে যাওয়া। না গিয়ে উপায় নেই। কি করে বাঁচবো? খাওয়া পরা আটপৌরে বাঁচা—তার জন্যে আমরা গণ্ডার।

[অসীম হঠাৎ চুপ করলো। আলো মৃত হরিণেব উপব। নন্দিতা সেই দিকে তাকিয়ে। অসীম নন্দিতার কাছে গেল। নন্দিতা আর অসীম মুখোমুখি। মৃদু অন্তরঙ্গ স্বরে অসীম বললে]

অসীম : আমিও তোমার মতো ছায়া দেখে ডড়িয়ে উঠেছি!
আমি আবেগ প্রবণ নই, সাদামাটা, তবু আমি কেন
এমন হলাম? কেন আমি এখানে এলাম? কেন?
না এলে হয়তো, পম্পাই হয় তো, থেকে যেতো ঘুমে
গলিত লাভায় বুঝি ডুবে আর যেতো না কখনো

নন্দিতা : এ তো বেশ ভালো হলো
মুখ দেখা গেল নির্জন আয়নায়
আমরা যাকে বুকে পুষে, সুখে আছি, সুখে আছি, বলে
অহর্নিশ অভিনয় করে যাচ্ছি
গৈরিক নির্জনে এসে দেখা গেল সব মিথ্যে, মিথ্যে, ভুয়ো

অসীম : এই শেষ গুলি। অবশিষ্ট এক। তবু সেই ছায়া আছে। ছায়াকে গুলি করে মুছে দেবো? আমি কি পাগল হলাম! অথচ গুলি করলাম। আমি গুলি করলাম কেন? আরও একটা গুলি করব? না আক্রমণ করলে, তারপর—

নন্দিতা : ভয় এত পাও কেন ?

অসীম : কেন ভয় ? এ কিসের ভয় ?

নন্দিতা : আমি নিজেই জানি না

অসীম : ভয়ে আমি গুলি করলাম। আত্মরক্ষা করতে গুলি করলাম আমি। কার কাছ থেকে নিজেকে বাঁচাতে ? কি আমাকে আক্রমণ করছিল ? ছায়ার আক্রমণ ? আমি শিশুর মতো এ কী করছি ! অথচ নন্দিতা আমি সত্যই ভীত। এ কিসের ভয় ?

নন্দিতা : কি জানি ! জানি না

হয় তো নিজের মুখোমুখি আসতে ভয় পাই

হয় তো আমরা অনাবৃত হতে ভয় পাই বলে

ভয়, এই গৈরিক নির্জনে, আমাদের বাগে পেয়ে

সব আবরণ কেড়ে নিজেদের

মুখোমুখি দাঁড় করাবে এখন—

অসীম : তুমি কি মানুষ নও

তুমি এত হিম কণ্ঠে কথা বল কেন ?

নন্দিতা : আমি দেখতে পাচ্ছি

অসীম : আমি চোখ বন্ধ করে আছি

নন্দিতা : বাঁক থেকে নৌকোর গলুই যেন দেখা যাচ্ছে

অসীম : তুমি এত দূর কেন ?

মনে হচ্ছে তুমি হিম নক্ষত্রের মতো—

নন্দিতা : ভালো হল

সব রং ঝরে গেল

নির্মোহ এবার

স্থির কেন্দ্রে যাই

ভোরের মতন

কেন্দ্রে

স্টেজটার ঠিক মাঝখানে
মাঝখানে গিয়ে দেখি

অসীম : স্টেজটার ঠিক মাঝখানে ? কি বলছো

নন্দিতা : স্টেজটার ঠিক মাঝখানে
স্থির কেন্দ্রে, ভারসাম্যে, সমতায়।
এত কাল কি খুঁজেছি তা এখন বুঝেছি
কি খুঁজেছি জানো ?
এতকাল জান কি খুঁজেছি ?
শৃঙ্খলা
বাঁধতে চেয়েছি শৃঙ্খলায়
জীবনের বন্য বৈপরীত্য, আমি
একটি অনন্য পদ্ম হয়ে ফুটে উঠতে গিয়ে দেখি

অসীম : আমি কিছুই বুঝি না

নন্দিতা : আমি ও বুঝি না, তবে
মনে হয় কেউ দেখছে না আমাদের
আমাদের পিছু কেউ নেয় নি, আমরাই
আমাদের পিছু নিয়ে ছুটে মরছি

অসীম : কি করে বুঝলে ?

নন্দিতা : পালাবার চেষ্টা করা ভুল
পালাতে গেলেই

অসীম : কি করে বুঝলে ?

নন্দিতা : পালানোর মানে দায়িত্ব এড়ানো
দায়িত্ব এড়ানো মানে শৃঙ্খলা হারানো
শৃঙ্খলা হারানো মানে চূর্ণ চূর্ণ হওয়া

অসীম : কি করে জানলে ?

নন্দিতা : চূর্ণ চূর্ণ হওয়া মানে অর্থহীন হওয়া
অর্থহীন হওয়া মানে ইতিহাস অস্বীকার করা

ইতিহাস অস্বীকার করা মানে জীবনকে কলঙ্কিত করা।

অসীম : কি করে বুঝলে সব ?
দিব্যতা, না স্বপ্নাদেশ !

নন্দিতা : কি করে ? জানি না। অথবা এ সব কথা
মনের ভিতরে ছিল, চাপা পড়া ছিল
অথবা এসব কথা শ্যামলেরই কথা
এ কথাই সে বলতে চেয়েছে
বলতে পারে নি স্পষ্ট করে
কারণ তখন লক্ষণ অস্পষ্ট ছিল
মস্কো ছিল তীর্থ ক্ষেত্র, পার্টি, মানে পুণ্যের আড়ৎ
তাই সে ভাবতো
সামাজিক রূপান্তর হলে, রাষ্ট্র যন্ত্র হাতে এলে
রাতারাতি দেবদূত হয়ে উঠবে সমস্ত মানুষ
সহজ বিশ্বাস ছিল
আজ শ্যামল থাকলে এ সব বলতো না।
সব কিছু উলটে পালটে গেল রাতারাতি ;
দেবতা দানব হল, পার্টি, মানে গোষ্ঠীর পীড়ন
এক কেন্দ্র থেকে আজ তিন কেন্দ্রে টান।
আমি জানি শ্যামল থাকলে ও সব বলতো না
রূপকথা, আত্মতুষ্টি চায় নি কখনো
তার সন্ধান—মানুষ, মানুষের স্বধর্ম উদ্ধার
আনুগত্য ছিল তার দার্শনিক প্রতিপাদ্য শুধু
পাদোদকে সমান অনীহা।
আজ শ্যামল বলতো :
আরো দূরে যেতে হবে
যেতে হবে সহজ-জটিলে
সমস্ত অস্তিত্বে ভেঙে চুরে গড়তে হবে ফের

আনতে হবে মানবিক প্রশ্ন ও সংশয়।
আজ শ্যামল বলতো :
তুমি বলতে, সামাজিক রূপান্তর প্রাথমিক শর্ত
তবু কিছু 'তবু' থাকে
তোমার কথাই ঠিক
ভক্তির প্রাবল্যে আমরা সেই 'তবু'টিকে ফাঁকি দিয়ে গেছি
সুদে ও আসলে আজ ঋণ শোধ করে দিতে হবে।
আজ শ্যামল বলতো :
রাষ্ট্র শক্তি বিপ্লব নির্মাণ
মানুষের জন্যে সব
যদি দেখি সেই রাষ্ট্রে সংঘে ও বিপ্লবে
মানুষ মর্যাদাহীন, অবান্তর
'ব্রেড' ও 'সার্কস' পেয়ে ভুলে যায় সব, ভুলে যায়
পৃথিবীতে রয়ে গেছে অন্ধকার, বহু ভিয়েতনাম
যদি দেখি, মানুষ সেখানে
সদাসৎ জ্ঞানহীন, যন্ত্র, আনুগত্যে হিংস্র, অন্ধ
অবিবেকী, চেতনা বিহীন, গড্ডালিকা ; যদি দেখি
নেতা শক্তির কাঙাল, তৈমুর চেংগিস
গুপ্তহত্যা, জাতি প্রেম, কৌশলী প্রচার, বাঁধা হীন
শিয়া আর সুন্নির মতন ছোরা শান দেওয়া পুরুষার্থ শুধু
মার্কস ও লেনিন মুখে
দৃষ্টি বিদ্ধ লোভ ক্ষমতায়, মতবাদ
আরঙ্গজেবের গায়ে ফকিরের আলখাল্লা, আর
পার্টি, গোষ্ঠী, মানে জনসাধারণ
প্রশ্ন তোলা মানে পার্টি দ্রোহী হওয়া
তাকে শেষ করা শ্রমিক শ্রেণীর কাজ
তা হলে বুঝতে হবে ভুল

কোথাও কোথাও গুরুতর ভুল রয়ে গেছে ।
আজ শ্যামল বলতো,
শুধুই ক্ষমতা নয়
মানুষের রূপান্তর চাই
চাই এমন মানুষ
যে থাকবে আপনার কেন্দ্রে স্থির
বোধ যার বিশ্বব্যাপ্ত
অনাহারে কোন শিশু মারা গেলে
যে ভাববে মারা গেল নিজের সন্তান
যে আসবে স্টেজটার ঠিক মাঝখানে
অবিচল, সীমা আর সীমাহীন
এই দুই বৈপরীত্য নিয়ে যে তন্ময়
এবং পীড়িত অন্তর্দাহে ও দায়িত্বে
চাই তেমন মানুষ ।
শ্যামল বলতো :
আমাদের প্রসারিত হতে হবে
প্রেম ও সেবায়, দায়িত্বে বিনয়ে, সচেতন শ্রমে
স্বপ্ন ও বাস্তব গেঁথে নিতে হবে সুষমায়
যেন রূপ ধরা পড়ে অরূপের অপূর্ব ইংগিতে
শৃঙ্খলায় সমতায় এ জীবন হয়ে ওঠে শিল্পের নির্যাস ।
আজ তো শ্যামল নেই
তার অসমাপ্ত কথা আমি বলে যাবো
আমাকে বলতেই হবে ।
স্বপ্নাদেশ ? দিব্যতা ? যা খুশি বল
আমি বলে যাবো
শ্যামলের অসম্পূর্ণ কথা বলে যাবো ।

[স্তব্ধতা । ঘর ময় পায়চারি করছে অসীম অস্বস্থিতে]

নন্দিতা : কটা বাজে ?

অসীম : ঘড়ি বন্ধ। রেডিও বাজাও

নন্দিতা : সব স্টেশন ঘুমিয়ে

অসীম : আমাদের কণ্ঠস্বর

নন্দিতা : প্রতিধ্বনি খুঁজে পায় যেন

অসীম : আমরা স্টেজের মাঝখানে যাবো ?

নন্দিতা : স্থির কেন্দ্র—

অসীম : মাঝখানে গিয়ে—

নন্দিতা : আমাদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধতায় কুসুমিত হবে

অসীম : [হঠাৎ অধৈর্য]
সব যেগোযোগ ছিন্ন, শূন্যে গ্রহ আমরা দু'জন

নন্দিতা : আমরা দু'জন আকাশের মতন ছড়াবো
শূন্যতায় প্রাণহীনতায় ছায়া, আমাদের পায়া

অসীম : ভয়ের গলিত শব কাঁধে নিয়ে

নন্দিতা : বলিরেখা দীর্ণ মুখে রেখে যাবো আলো

অসীম : আমরা বিয়ে করবো। আমাদের বাড়ি হবে গাড়ি হবে গাড়ি হবে বাড়ি হবে গাড়ি গাড়ি বাড়ি হবে বাড়ি গাড়ি হবে

নন্দিতা : বমি পায় বমি পায় বমি পায়

[পাখির বিরাট চিৎকার। স্তব্ধতা। ওরা সেই ভঙ্গী বদলে]

নন্দিতা : চুপ কর
স্তব্ধতায় প্রসারিত হতে দাও
শিকড়ের, মতো নিঃশব্দে বিনয়ে শ্রমে
গভীরে, অতলে যেতে দাও।
শ্যামল থাকলে হয়তো সে এ কথাই বলতো
শ্যামল বলতো,—নন্দিতা
মাঝে মাঝে এমন সময় আসে ইতিহাস

তখন সমস্ত কিছু আবার নতুন করে দেখে নিতে হয়
কষ্টিপাথরে ঘসে ঘসে কসে নিতে হয়
চিনে নিতে হয় আপনার মুখ।
এস আমরা পালিয়ে থাকবো না
আমরা ওই ছায়ার মুখোমুখি যাবো
স্তব্ধতার মারাত্মক দৃশ্যপট থাকুক পিছনে।
তা ছাড়া উপায় নেই।

[অসীম ভীত হয়ে বন্দুক হাতে নিয়ে মাটিতে বসে পড়লো।]

অসীম : মা বলতো আয়নার দিকে অমন করে তাকাস নে। নিজেকেই ভালবাসবি। নিজেকে নিয়েই থাকবি। এখন আমার সেই আয়নার কথা মনে পড়ছে। আমি আর কারো দিকে কখনো তাকাই নি। আমি আর কারো কথা কখনো ভাবি নি। 'আমি' ছাড়া আর সব কিছু সম্পর্কে আমি ছিলাম উদাসীন। আমি আর কারো ছায়া দেখি নি। আমি নিজের ছায়াই দেখেছি। আমি যে ঘরে থাকতাম সেই ঘরে এক প্রকাণ্ড মাকডশা থাকতো। আমি তার দিকে তাকাতাম না। সে আমার দিকে তাকাতো। আমার বড় ভয় করতো। মাকড়সাকে তাড়াতে ছিল আমার আরো বেশী ভয়। আমি একদিন আমাদের রাঁধুনির মেয়েকে ধর্ষণ করেছিলাম ওই মাকড়সার চোখের তলায়। পাশের ঘরে আমার বাবা তখন মৃত্যুশয্যায়। আমি যখন তাকে ধর্ষণ করেছিলাম সে চিৎকার করে নি। সে হাসছিল। তার মুখে বড় দুর্গন্ধ ছিল। আমি কাঁকড়ার মতো তাকে কামড়ে দিয়েছি। মাকড়সাটা তখন তরতর করে নেমে আমাদের গায়ের ওপর তার লালার জাল পেতে দিয়েছিল। আমি সেই জাল ছিঁড়ে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারি নি। আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম। মেয়েটি তখন

আমাকে লাথি মেরেছিল। আজও সেই জাল আমি কাটাতে পারি নি। দ্যাখো দ্যাখো নন্দিতা আমাকে সেই ভিজে ভিজে জাল আজো আস্টেপিস্টে জড়িয়ে রেখেছে। আমি সেই জাল কাটাতে পারছি না। কিছুতেই না।

[অসীম বন্য জন্তুর মতো কেঁদে উঠলো। নন্দিতা জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকালো।]

নন্দিতা : আর কোন ভয় নেই। দ্যাখো আরো এক অনাবিল প্রশান্তিতে সমস্ত অরণ্য ভরে গেছে। ক্রমাগত আলো গভীর হয়ে ফুটছে। আরো কোমল আর. গভীর হয়ে আমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। প্রেমিকের মতো, শ্যামলের মতো। এই মেদুর উজ্জ্বলতা আমাদের প্রেমের মতন।

অসীম : চুপ কর। চুপ কর। আমি শুনবো না ও সব। চুপ কর। জানলা বন্ধ করে দাও। আমি দেখতে পাচ্ছি ছায়া এগিয়ে আসছে। দেখতে পাচ্ছি ছায়া তাকিয়ে রয়েছে। শ্যামলের মতো? তোমার শ্যামলের চোখে ঘৃণা এত? ঘৃণা! ঘৃণার জবাব ঘৃণা।

নন্দিতা : আবার সব কিছু কুমারীর স্বপ্নের মতো স্নিগ্ধ, অসম্ভব। আমাদের প্রেম প্রীতি হাহাকার, সব; আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা স্বপ্ন ও কামনা. সব, মুকুলিত। আমার ভিতরে শান্তি; প্রসন্নতা প্রসারিত হচ্ছে জ্যোৎস্নার মতন। জ্যোৎস্নার মতন অন্ধকার ধুয়ে দিয়ে, পরিচ্ছন্ন করে, মা-মরা ছেলের মতো আমাদের এই লুণ্ঠিত জীবনকে পরিচ্ছন্ন করে, গান গেয়ে ঘুম দেবে চোখে। কোথাও শূন্যতা নেই, থাকবে না কোথাও। সবই পূর্ণ হবে সমতায় সৌন্দর্যে। প্রেমের প্রীতির শৃঙ্খলায় কুসুমিত হচ্ছে সব দ্যাখো।

অসীম : [চোখ বন্ধ করে] আমি দেখতে পাচ্ছি সেই ছায়া জানোয়ারের মতো বুক হেটে এগিয়ে আসছে। আমার

এখনো একটা গুলি অবশিষ্ট আছে। আমার অব্যর্থ লক্ষ্য। আমি তো নদীর ধারে সঙ্গম-রত ওই হরিণীকে একটা গুলিতে লুণ্ঠিত করেছি। আসছে, আসছে! আসুক! নন্দিতা

নন্দিতা : এই তো রয়েছি। আছি। আমি আছি। আমি ওই পাখীর মতন আমি ওই বাতাসে উতরোল অরণ্যের মতো, ঝর্ণার মতন, স্তব্ধতাকে বাজিয়ে বলছি, আমি আছি, আমি আছি। বেজে উঠছে শরীরের অণুপরমাণু আকাশের নির্ধারিত সীমা ফেটে পড়েছে। আছি, আমি আছি। ছায়া, তুমি ছায়া নও, আমি। অসীম, অসীম, মনে হচ্ছে তুমি ও শ্যামল। অথবা শ্যামল বলে কেউ নেই, কিছু নেই। কোন দিন ছিল না কখনো। শ্যামল ধারণা মাত্র, চেতনা মাত্র, চোখ খুলে মন মেলে বেঁচে থাকার মন্ত্রের মতন। উৎস যায় এক।

অসীম : [বন্দুক তুলে নিয়ে] না, আমার দিকে অমন করে তাকাতে দেবো না। তোমাদের হাজার হাজার দৃষ্টির ষড়যন্ত্র-আমি আর সহ্য করবো না। নন্দিতা, তুমিও ছায়া। তুমি ষড়যন্ত্রকারী। জানি। তোমাকে যখন দলে পিষে এক তাল মাংস পিণ্ড করেছি, স্টেট বাসে চাপা পড়া কেরানীর মতো, নন্দিতা, তখনও তুমি প্রাণবতী নও। আমাকে ঘিরে ছিল সেই মাকড়সার জাল, মাকড়সার নিঃশব্দ সঞ্চার। শ্যামল, শ্যামল! ঈর্ষা! না, আজ আর ঈর্ষা নয়। আমি ঈর্ষাও বোধ করি না। মনে হচ্ছে ওই ছায়া, ওই রাশি রাশি ছায়া এগিয়ে আসছে আমার গলা টিপে খুন করতে। না, আমি মরব না। না। মানুষ ভয় পেলে কী মারাত্মক

হয় তা তোমরা জানো না। আমি যখন এই হরিণীকে গুলি করি সেও আমাকে কামড়াতে এসেছিল। যাও, আমি বলছি যাও। আমাকেও আমার জীবনে ফিরে যেতে দাও। ফিরে যেতে দাও অর্থ বিত্ত প্রতিষ্ঠার নিটোল বুনোটে, যেখানে অবসর নেই, নির্জনতা নেই, নিজের মুখোমুখি দাঁড়াবার অবকাশ নেই, যেখানে শুধুই উত্তেজনা, যেখানে অপরূপ আত্মবিস্মৃতি। ভোর হলে আমি সেই রাজ্যে যাবো। যাও, তোমাদের বলছি যাও।

নন্দিতা : কে বললে আমার ভিতরে এক বিশ্ব? আমার বাইরে এক বিশ্ব? কে বললে? ভুল। একটাই বিশ্ব। ভিতরে বাইরে একটা। যে 'বাতাস আমার চুল দুলিয়ে যাচ্ছে, যে জ্যোৎস্না আমাকে আদর করছে, যে ছায়া আমাকে অভিষিক্ত করছে, সে আর বাইরের নয়; আমার ভিতরে। যে ভয় আমার ছিল, যে দ্বিধা আর শঙ্কা ছিল সত্তায় জড়িয়ে, সে আর আমার ভিতরে নয়; সে আমার বাইরে। সব একহয়ে গেল। এক হয়ে গেল বলে অসীম আমিও তোমার প্রতি দায়িত্ববান। অসীম আমিও তোমাকে বলি এস এই ছায়ার ভিতরে যে ছায়ায় শ্যামল জীবিত।

অসীম : নন্দিতা, জানো না অসহায় মানুষ কী ভয়ানক হয়ে ওঠে। চুপ করো। আমি আর সহ্য করতে পারবো না। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। চুপ করো। আমি দেখতে পাচ্ছি ওই ছায়া আমাদের গ্রাস করতে আসছে। সাবধান। সরে এস নন্দিতা। অবরুদ্ধ, আমরা অবরুদ্ধ।

অবরুদ্ধ। আমরা শূন্যতায় অবরুদ্ধ। শুনতে পাচ্ছো?

[অসীম চিৎকার করলো। মারাত্মক প্রতিধ্বনি কাঁপতে কাঁপতে মরে গেল। অসীম হতাশ।]

কেউ নেই। কোথাও কেউ নেই। প্রতিধ্বনি আমাদের
চারপাশে মারা গেল।

[নন্দিতা সম্মোহিতের মতো এগিয়ে গেল হরিণের কাছে। হরিণের গালে মুখ রেখে বললে]

নন্দিতা : জীবন, তোমার নিষ্পাপ বিস্ময় আমি
হারিয়েছি কেন? কেন আমি নিহত করেছি
যার জন্যে এত কান্না, এত আর্তি। কেন?

অসীম : কেউ নেই। প্রতিধ্বনি মরে গেল।

নন্দিতা : সেটাই ভুল। আমাদের ভয়ঙ্কর ভুল।
কেউ থাকে না এখন। অবরোধ ভাঙতে গেলে জেনো
নিজেদেরই ভেঙ্গে দিতে হয়। নিজের মুঠোর জোরে
নিজের আত্মার জোরে, অবরোধ ভেঙে দিতে হয়।

অসীম : নন্দিতা আমি ভীষণ একা, কী ভীষণ নিঃসঙ্গ।

নন্দিতা : জীবনের সব দায় ও দায়িত্ব নিয়ে মাঝখানে
যেতে হয়, স্টেজটার ঠিক মাঝখানে,
আত্মার স্তম্ভিত কেন্দ্রে
বিশ্বের বিভোর কেন্দ্রে
তখনই, তখনই

[নন্দিতা মৃত হরিণকে কোলে তুলে নিল।]

অসীম : হাত দুটো এত হিম কেন?
কী অপরিচিত আমি! শেষ গুলি রয়েছে এখনো।

নন্দিতা : একই অন্ধকারে পতনে আমরা পরিচিত হতে পারি
দগ্ধ হয়ে চূর্ণ হয়ে পুড়ে পুড়ে হতে পারি নিহত-সুন্দর
এই হরিণের মতো, এই জীবনের মতো

অসীম : কোথায় চলেছো?

নন্দিতা : বাইরে, নিজের ছায়ার সঙ্গে মুখোমুখি হতে
মলিন আয়না থেকে মুখ তুলে নিয়ে
নিজেকে ছাড়িয়ে, তাকাতে বিশ্বের দিকে
যা এখনো সদ্য ও শ্যামল ।

অসীম : আমরা বাইরে যাবো ?

নন্দিতা : অন্য কিছু নয়
নিজেদের দুটো জানু, আর
মুক্ত মন ভর করে
সে ছায়ার মুখোমুখি হতে চল যাই

অসীম : আমার সাহস নেই

নন্দিতা : আমাদের আছে ।
আমরা সকলে ভগ্ন, সীমাবদ্ধ
কেউ-ই সম্পূর্ণ নই, তবে !
এস, স্টেজটার ঠিক মাঝখানে, এস

অসীম : সেই ভয়ঙ্কর ছায়া

নন্দিতা : মুখোমুখি হতে হবে
জীবনের সেই তো নির্দ্দেশ

অসীম : নন্দিতা আমাদের সে জীবন

নন্দিতা : মিথ্যে নয়

অসীম : আমাদের সেই স্বপ্ন

নন্দিতা : মিথ্যে নয়

অসীম : তবে

নন্দিতা : মিথ্যে নয় বলে আজ স্পর্দ্ধা হতে হবে
মিথ্যে নয় বলে আজ বলতে হবে
মানুষ-বিহীন মানবিকতায় কাজ নেই
কল্যাণ-বিহীন সংঘ অত্যাচার
ভাষ্য টিকা টিপন্নীর চেয়ে সত্য

জীবন
নিষ্ঠুর
জীবন ।
এস যাই

অসীম : যেও না নন্দিতা, যেও না

নন্দিতা : [দরজা খুলে বাইরে যেতে যেতে]
চল যাই কুষ্ঠ কলঙ্কিত জীবনের দায়িত্বেব দিকে

অসীম : আমি একা
নির্জন বিশ্বের মধ্যে অভিশপ্ত একা
জন্মমৃত্যু সমার্থক তাই
নন্দিতা তোমার কোন অধিকার নেই—
ছায়া, রাশি রাশি পুঞ্জ পুঞ্জ ছায়া
এস, এস, শেষ গুলি অবশিষ্ট আছে
শেষ বন্দর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নোনা জলে ভেসে যাবো ।
এস, এস, পুঞ্জ পুঞ্জ ছায়া এস,

নন্দিতা : [স্টেজের বাইরে]
চল যাই কুষ্ঠ কলঙ্কিত জীবনের দায়িত্বের দিকে

অসীম : শেষ গুলি অবশিষ্ট আছে
এস, আমিও প্রস্তুত
দুঃস্বপ্নের মতো আমি হিংস্র
এস, বিভীষিকা, আমি একা, এস

[অসীম গুলি করলো। দূরে আর্তনাদ করে উঠলো নন্দিতা—জীবনের দায়িত্বের দিকে স্টেজের মাঝখানে বন্দুক তুলে চিৎকার করছে অসীম]

অসীম : নন্দিতা নন্দিতা

[গম গম করে প্রতিধ্বনি বহুক্ষণ ধরে বাজতে বাজতে মরে গেল ।]

আমি কার কাছে আত্মসমর্পন করবো এবার ?

— পর্দা —